তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬০

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৫৮ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা খয়রাতি সাহায্য নগদ এবং ২৪ হাজার ৭শত ১৭ মেঃটন চাল বরাদ্দ করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য সমগ্র দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। আজ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) এর মাধ্যমে এ তথ্য জানা যায়।

এদিকে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে কারো শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েনি। বাংলাদেশে বর্তমানে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪৮ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ১৫ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা ২৭ হাজার ৮শত ৭১ জন এবং আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা ১৪ জন।

#

তাসমীন/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৯

**করোনাভাইরাস প্রতিরোধে খুলনা জেলার হাসপাতালের দায়িত্ব বণ্টন**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

​খুলনা জেলায় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় রোগ অনুযায়ী হাসপাতালসমূহের কর্মবিভাজন নিম্নরূপে করা হয়েছে:-

* খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আগের মতো সকল রোগের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে এখানে ‘স্বতন্ত্র ফ্লু কর্নার’ থাকবে, যেখানে প্রাথমিকভাবে করোনা আক্রান্ত সন্দেহভাজনদের তথ্যগ্রহণ ও চিকিৎসাসেবা দেয়া হবে। যদি ডাক্তারদের পরামর্শ অনযায়ী, কারো মধ্যে করোনা সংক্রমণের লক্ষণ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য দু’টি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। সেগুলো হলো- হোটেল এ্যাম্বাসেডর ও হোটেল ডিএস প্যালেস।
* খুলনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল, নুরনগর, বয়রা: উপরোক্ত দু’টি প্রতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্তদের মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী কারো করোনা টেস্টের প্রয়োজন হলে এবং টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনের জন্য খুলনা ডায়াবেটিক হাসপাতালে নেয়া হবে এবং করোনার বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য এ হাসপাতাল নির্ধারিত থাকবে।
* খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ: সাধারণ অসুস্থতাজনিত রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্র। খুলনা সদর হাসপাতাল: সাধারণ ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর তথা ফ্লু আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্র। শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেধায়িত হাসাপতাল, খুলনা: হৃদরোগজনিত সমস্যা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র। আদ-দ্বীন হাসপাতাল, খুলনা: গাইনি সম্পর্কিত ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র এবং গাজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা: সাধারণ অসুস্থতাজনিত রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্র।

এছাড়া, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল শহর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সবসময় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

#

হেলাল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৮

**করোনার প্রাদুর্ভাবকালীন শ্রেণিভিত্তিক পাঠদান চলবে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

বিশ্বব্যাপী নোবেল করোনাভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করায় পুরো বিশ্ব আজ প্রায় অচল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হানা দিয়েছে এ ভয়াবহ নোবেল করোনাভাইরাস। এর ফলে বন্ধ রয়েছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাথমিক থেকে সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষ শ্রেণি শিক্ষকদের ক্লাসসমূহ ভিডিও ধারণ করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাসায় বসেই টিভির মাধ্যমে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আগামীকাল ২৯ মার্চ থেকে শুরু হবে এ পাঠদান কার্যক্রম। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পাঠদান কার্যক্রম চলবে।

বিকাল ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেই ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রচার করা হবে। শ্রেণি শিক্ষক ক্লাস শেষে পাঠদানকৃত বিষয়ের ওপর বাড়ির কাজ প্রদান করবে। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা আলাদা খাতায় তারিখ অনুযায়ী বাড়ির কাজ সম্পন্ন করবে এবং স্কুল খোলার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। বাড়ির কাজের ওপর প্রাপ্ত নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

#

খায়ের/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৭

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সকল কার্যক্রম COVID-19 ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হলো।

পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনা পরে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হবে।

#

ফয়জুল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৬

**ঢাকা ওয়াসার জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানীবাসীকে নিরাপদ রাখতে শহরের রাস্তাঘাট ও যানবাহনে জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডার মেশানো পানি) ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঢাকা ওয়াসা।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম আজ কাওরানবাজারে ঢাকা ওয়াসা ভবন সংলগ্ন এলাকায় এ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিম এ খান প্রমুখ।

ঢাকা ওয়াসার ২০টি গাড়ি এখন থেকে সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যৌথভাবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জীবাণুনাশক পানি ছিটাবে। এছাড়া ওয়াসার উদ্যোগে রাজধানীর ৫০টি স্পটে হাত ধোয়ার জন্য সাবান-সহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ‘হাত ধোয়া ও Disinfect Your Zone (DYZ)’ কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিদর্শন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো হচ্ছে। পাড়া-মহল্লার যেখানে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেই জীবাণুনাশক স্প্রে করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে সিটি করপোরেশন রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় জীবাণুনাশক পানি ছিটানো কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে তাদের গাড়ি কম থাকায় এ কাজের সঙ্গে ওয়াসা যোগদান করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তা থেকে আমাদের রক্ষা পেতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনসচেতনতায় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী-সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

#

হাসান/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭২৪ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৫

শ্রমজীবী ও গরিব পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ

**কাজের অভাবে কেউ না খেয়ে থাকবে না**

**----শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ রাজধানীর মিরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী ও গরিব পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। প্রতিমন্ত্রীর নিজস্ব অর্থায়নে প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১টি সাবান ও ১টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মিরপুরের ৪ নং ওয়ার্ডের ১৩ নম্বর সেকশনের বি ও সি ব্লক, ১৪ নম্বর সেকশনের ডি ব্লক ও ১৫ নম্বর সেকশনের ডি ব্লক, কাজীপাড়া, সেনপাড়া ও শেওড়াপাড়ার প্রায় ১ হাজার কর্মহীন দিনমজুর ও গরিব অসহায়দের মাঝে এসকল উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনার প্রভাবে কাজের অভাবে কেউ না খেয়ে থাকবে না। এজন্য সরকারের পক্ষ হতে নিম্ন আয়ের মানুষ, শ্রমজীবী ও দিনমজুরদের জন্য খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। করোনা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই বলে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ সময় উল্লেখ করেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ শিল্প প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে এসকল খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ দিনমজুর ও অসহায়দের নিকট পৌঁছে দেন।

#

মাসুম/অনসূয়া/আব্বাস/২০২০/১৫.৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫৪

সাধারণ ছুটি

**হোম কোয়ারেন্টিনে করণীয় কি**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

সাধারণ ছুটি চলাকালে কোয়ারেন্টিনে থাকার সময়ে কয়েকটি নিম্নলিখিত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে:

এতে বলা হয়েছে-

* একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া উচিত না। বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
* ঘরের মেঝে, আসবাবপত্রের সকল পৃষ্ঠতল, টয়লেট ও বাথরুম প্রতিদিন অন্তত একবার পরিষ্কার করুন। পরিষ্কারের জন্য ১ লিটার পানির মধ্যে ২০ গ্রাম (২ টেবিল চামচ পরিমাণ)  ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করুন।  ঐ দ্রবণ দিয়ে সকল স্থান ভালোভাবে মুছে ফেলুন।  তৈরিকৃত দ্রবণ সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।
* কাশি শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু ব্যবহার করতে হবে অথবা হাতের কনুই -এর ভাঁজে তা করা যেতে পারে।
* মাস্ক পরে থাকাকালীন এটি হাত দিয়ে ধরা থেকে বিরত থাকুন।  মাস্ক ব্যবহারের সময় প্রদাহের (সর্দি, থুতু, কাশি, বমি ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে ফেলুন এবং নতুন মাস্ক ব্যবহার করুন।  মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন এবং সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* টিস্যু পেপার ও মেডিক্যাল মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলুন।
* শিশু ও বয়স্কদের কাছে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন এবং ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* শিশুদের খেলার সামগ্রী খেলার পরে জীবাণুমুক্ত করুন।
* কোয়ারেন্টিন থাকাকালীন সকলের সাথে ফোন/মোবাইল/ ইন্টারনেটের সাহায্যে যোগাযোগ রাখুন।
* সাথে কোনো রোগাক্রান্ত পশু/পাখি রাখা উচিত না।
* তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কোয়ারেন্টিন সময়সীমা ন্যূনতম ১৪ দিন।
* বাসনপত্র- থালা, গ্লাস, কাপ, তোয়ালে, বিছানার চাদর ব্যবহারের পর সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন।
* কোয়ারেন্টিন থাকার সময় কোনো উপসর্গ দেখা দিলে (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি জ্বর/ কাশি/সর্দি/গলাব্যথা/শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি), অতি দ্রুত আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর-৩৩৩, ১৬২৬৩ অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং পরবর্তী করণীয় জেনে নিন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিত/আব্বাস/২০২০/১৩২৯ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫৩

**গুজব সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি চলাকালে যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে গুজব, বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য ছড়ানো না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ জানোনো হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস বা যে কোন বিষয়ে কোনো রকমের তথ্য শুনলে বা সামাজিক মাধ্যমে পেলে তা যাচাই বাছাই করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। সরকারি সূত্র বা পরীক্ষিত মাধ্যম ছাড়া অন্য যে কোন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার বা প্রচার করলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গুজব সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং অন্যকেও সতর্ক করুন।

মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার নজরে আসলে গুজব মোকাবিলায় ৯৯৯ অথবা তথ্য অধিদফতরের ফোন নম্বর ৯৫১২২৬৪, ৯৫১৪৯৮৮ এবং ইমেইল- piddhaka@gmail.com এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/নাইচ/আব্বাস/রেজাউল/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১১৫২

**জরিমানা ছাড়া ৩০ জুন পর্যন্ত যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন**

ঢাকা, ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) :

জরিমানা ছাড়া যানবাহনের ফিটনেস নবায়ন করা যাবে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালে যাদের যানবাহনের ফিটনেস এর সময়সীমা অতিক্রান্ত হবে, তারা জরিমানা ছাড়া নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে যানবাহনের ফিটনেস নবায়নের এ সুযোগ পাবেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আজ এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আব্বাস/২০২০/১২.৫৬ ঘণ্টা